জগন্নাথের পট্টডোরী—অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুরই অর্চ্চা ঃ—

এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান।
দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥" ২৫১ ॥

শ্রীজগন্নাথের জন্য পট্টডোরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক আনয়নের সেবা-লাভে উভয়ের আনন্দ ঃ—

ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥

তদবধি প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় তাঁহাদের পরমানন্দে পট্টডোরী-আনয়ন ঃ—

প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥

জগন্নাথের রত্নবেদীতে আরোহণ, প্রভুর সগণে গৃহগমন ঃ—

তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥

ভক্তগণকে হেরাপঞ্চমী-প্রদর্শন ও ব্রজলীলা ঃ—

এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার।
'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫১। 'শেষ'-অধিষ্ঠান—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান ; দশমূর্ত্তি,—আদি, ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৫৬। আদি, ১০ম পঃ ১৬২-১৬৩ এবং ১৭শ পঃ ২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রা পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি'-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব-দিবসে প্রভু সগণে গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমী-দিবসে লঙ্কাবিজয়োৎসবে নিজ ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু রামদাস, দাস-গদাধর প্রভৃতি কয়েকটি বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সহিত (শ্রীবাস-হস্তে) স্বীয় জননীর জন্য প্রসাদ-বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ-ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবায় অনুমতি দিলেন। খণ্ডবাসি-বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য (এবং সেবা-নির্দ্দেশ), সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতিকে (দারু ও জলব্রহ্ম-সেবায় আদেশ) এবং মুরারি-গুপ্তের শ্রীরামচরণ-নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ-বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা-অনুসারে কৃষ্ণের (অনায়াসে) জগৎ-মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ-সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, পরদিন প্রাতে সে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করত কৃষ্ণ-নামে রুচি প্রদান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্ব-নিন্দক অমোঘকে আত্মসাৎকারী গৌরসুন্দর ঃ—

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক

অনুভাষ্য

১। গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে (ভট্টাচার্য্যভবনে) ভুঞ্জন্

চৈতন্যচরিত-শ্রোতৃগণের জয় ঃ—

জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতাগণ ।
চৈতন্যচরিতামৃত—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর পুরুষোত্তম-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নীলাচলে রহি' করে নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
প্রথম-বৎসরে জগন্নাথ-দরশন ।
নৃত্যগীত করে দণ্ড, পরণাম, স্তবন ॥ ৫ ॥

মধ্যাহ্নভোগ-বিলম্বাবসরে হরিদাস-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

'উপলভোগ' লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ।
হরিদাস মিলি' আইসে আপন-নিলয় ॥ ৬ ॥

নিজগৃহে আসিয়া নামকীর্ত্তন, অদ্বৈতের প্রভু-পূজা ঃ—

ঘরে বসি' করে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৭ ॥
সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য, আচমন ।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ ৮ ॥
গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসী-মঞ্জরী ।
যোড়-হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি' ॥ ৯ ॥

প্রভুর অদ্বৈতকে প্রতিপূজন ঃ—

পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল ।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ১০ ॥
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে ।
মুখবাদ্য করি' প্রভু হাসায় আচার্য্যেরে ॥ ১১ ॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বার বার ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অমোঘ-ভট্টাচার্য্যকে অঙ্গীকার করত গৌরচন্দ্র স্পষ্টই নিজের ভক্তিবশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

(ভিক্ষাং স্বীকুর্ব্বন্) স্বনিন্দকং (নিজ-নিন্দাকারিণম্) অমোঘকং (তন্নামকং সার্ব্বভৌমদুহিতৃ-'ষষ্ঠী'-পতিম্) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (নিজ-দাসগণমধ্যে গণয়ন্) স্বাং (নিজাং) ভক্তবশ্যতাং (অনুগত-জনবাধ্যতাং) স্ফুটাং (ব্যক্তীভূতাং) চক্রে (কৃতবান্)।

৬। মধ্যাহ্নকালে ভোগবর্দ্ধন-খণ্ডে ভোগ অর্থাৎ উপল-ভোগ লাগিলে প্রভু শ্রীমন্দিরের বাহিরে গমন করেন। তৎ-পূর্ব্বে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম ও স্তবনাদি করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'সিদ্ধবকুলে' হরিদাস-ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া নিজবাসস্থলী কাশীমিশ্র-ভবনে আগমন করেন।

আচার্য্যগৃহে প্রভুর ভিক্ষা—চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—আশ্চর্য্য-কথন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥

এক এক ভক্তগৃহে সগণ প্রভুর নিমন্ত্রণ ঃ—

পুনরুক্তি হয় তাহা, না কৈলুঁ বর্ণন ।
আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪ ॥
এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব ।
প্রভু-সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥ ১৫ ॥

প্রভুসঙ্গে গৌড়ীয়গণের চারিমাস-যাপন ঃ—

চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬ ॥

নন্দোৎসব-দিনে গোপবেশে ভক্তসহ ব্রজ-লীলাভিনয় ঃ—

কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব ।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥ ১৭ ॥
দধিদুগ্ধ-ভার প্রভু নিজ-স্কন্ধে করি' ।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৮ ॥

কানাই খুটিয়ার ও জগন্নাথ-মাহাতির যথাক্রমে 'নন্দ' ও 'যশোদা' বেশ ঃ—

কানাই-খুটিয়া আছেন 'নন্দ' বেশ ধরি' ।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী' ॥ ১৯ ॥

রাজা, মিশ্র, ভট্ট ও তুলসী-পড়িছার সহ প্রভুর লীলারঙ্গ ঃ—

আপনে প্রতাপরুদ্র, আর মিশ্র-কাশী ।
সার্ব্বভৌম, আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১। 'তুমি যে হও, সে হও, তোমাকেই আমি নমস্কার করি',—এই মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিলেন।

১৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১১। কেহ এই পাঠ বলেন,—"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাঽসি সাঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে।।"

১৭। কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিন—জন্মাষ্টমীর পরদিবস অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন।

১৯। খুটিয়া—উৎকলীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ ; মাহাতি—উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ।

২০। পাত্র—উৎকলদেশীয় সম্মানিত জনের উপাধি।

ইঁহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ ।
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ২১ ॥

লাঠি খেলিয়া স্বীয় গোপস্বরূপ দেখাইতে অনুরোধ ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"সত্য কহি, না করিহ কোপ ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥" ২২ ॥

প্রভুরও লাঠি ঘুরাইয়া গোপ-লীলা-প্রদর্শন ঃ—

তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ।
বার বার আকাশে ফেলি' লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৩ ॥
শিরের উপরে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, দুই-পাশে ।
পাদসন্ধে ফিরায় লগুড়,—দেখি' লোক হাসে ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

অলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ।
দেখি' সর্ব্বলোক-চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ২৫ ॥

নিতাইরও ঐরূপ লাঠি ঘুরাইয়া স্বীয় গোপস্বরূপ প্রদর্শন ঃ—

এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ।
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৬ ॥

প্রভুর মস্তকে তুলসী-পড়িছার আনীত প্রসাদি-বস্ত্র-বন্ধন ঃ—

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা-তুলসী ।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র এক লঞা আসি' ॥ ২৭ ॥
বহুমল্য বস্ত্র প্রভু মস্তকে বান্ধিল ।
আচার্য্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥ ২৮ ॥

কানাই ও জগন্নাথের ধনাদি-বিতরণ ঃ—

কানাঞি-খুটিয়া, জগন্নাথ,—দুই জন ।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর সন্তোষ ও মাতা-পিতাকে প্রণাম ঃ—

দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা ।
মাতাপিতা-জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥ ৩০ ॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর ।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩১ ॥

বিজয়া-দশমী-তিথিতে ভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমৎ-লীলাভিনয় ঃ—

বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে ।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা ।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাবণ-বধ-লীলোদ্যত প্রভু ঃ—

'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥' ৩৪ ॥

লোকের বিস্ময় ও জয়ধ্বনি ঃ—

গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বারবার ॥ ৩৫ ॥

কার্ত্তিকমাসের বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি দর্শন ঃ—

এইমত রাসযাত্রা, আর দীপাবলী ।
উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা দেখিলা সকলি ॥ ৩৬ ॥

নিতাইসহ গোপনে পরামর্শ ঃ—

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা ।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥

পরে ফলদ্বারা ভক্তগণের কারণানুমান ঃ—

কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে ।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৮ ॥

সমস্ত গৌড়ীয়-ভক্তকে প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় সাক্ষাৎকারজন্য উপদেশ দিয়া বিদায় দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল ।
'গৌড়দেশে যাহ' সবে বিদায় করিল ॥ ৩৯ ॥
সবারে কহিল,—"প্রতি বৎসর আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥" ৪০ ॥

অদ্বৈতকে প্রচারে আদেশ ঃ—

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান ।
"আ-চণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান ॥" ৪১ ॥

অনুভাষ্য

২২। লগুড়—লাঠি ; লাঠিখেলায় গোপ বা গৌড়গণ অগ্রগণ্য।

২৪। পাদসন্ধে—পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে।

২৫। অলাতচক্র—জ্বলিত অঙ্গার-খণ্ড তীব্রবেগে ঘুরাইলে যেরূপ উহাকে একটী ব্যাপক অগ্নিময় চক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রভুও সেইরূপ দ্রুতভাবে লাঠি ঘুরাইয়া সর্ব্বত্র লগুড়ের অবস্থান প্রদর্শন করিলেন।

২৯। ভাঃ ১০।৩।৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। লঙ্কা-গড়—লঙ্কা-নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গড় বা পরিখা।

৩৪। জগন্মাতা—সীতাদেবী।

৩৬। দীপাবলী—দেওয়ালী কার্ত্তিকী অমাবস্যা ; উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা—কার্ত্তিকী শুক্লা-দ্বাদশী ; চাতুর্ম্মাস্যান্ত-ব্রত, সমুদ্র-স্নান, নগর-পরিক্রমা প্রভৃতি যাত্রি-কৃত্য।

নিতাইকে প্রচারে আদেশ ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—"যাহ গৌড়দেশে ।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪২ ॥

নিতাইয়ের প্রচারসঙ্গী—অভিরাম ও দাস-গদাধর ঃ—

রামদাস, গদাধর আদি কত জনে ।
তোমার সহায় লাগি' দিলুঁ তোমার সনে ॥ ৪৩ ॥

অদৃশ্য থাকিয়া গৌড়ে নিতাইর নৃত্যদর্শনাঙ্গীকার ঃ—

মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ।
অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব ॥" ৪৪ ॥

শ্রীবাসাঙ্গনে নিত্য নৃত্যাঙ্গীকার ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন ॥ ৪৫ ॥
"তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব ।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। গদাধর—আঁড়িয়াদহ-বাসী গদাধর-দাস।

অনুভাষ্য

৪২। নিত্যানন্দে আজ্ঞা—প্রাকৃত-সহজিয়ার দল অভিন্ন-রোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীগৌড়দেশে পাঠাইলেন।' শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ হইতেই এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকসকল যাবতীয় ঈশ্বরবিগ্রহ-বিষ্ণু-তত্ত্বের মূল আকর শ্রীমন্নিত্যানন্দকে তাহাদের মতই একজন 'কুণপাত্মবাদী' এবং জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য-জীবমাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথেরই পথিক হয়। ঐ সকল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী, বণিকস্বভাব, স্বার্থপর ব্যক্তি স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত উদ্ভাবনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের নাম করিয়া তাঁহার ঈশ্বরচেষ্টাদ্বারা নিজেদের ব্যবসায়, নির্ব্বোধ-

মাতৃবৎসল প্রভুর মাতাকে সান্ত্বনার্থে শ্রীবাস-হস্তে বস্ত্রখণ্ড-দান ও মাতৃত্যাগহেতু অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ', এই সব প্রসাদ ।
দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৭ ॥

বাৎসল্যরস-বিরোধী সন্ন্যাস-বেষ-গ্রহণ-হেতু আপনাকে ধিক্কার-প্রদান ঃ—

তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।
ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ-ধর্ম্মনাশ ॥ ৪৮ ॥
তাঁর প্রেম-বশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম ।
তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৪৯ ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ ।
এই জানি' মাতা মোরে না করয় রোষ ॥ ৫০ ॥
কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ-ধন ।
যে-কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য

লোক-প্রবঞ্চন এবং দুরভিসন্ধিমূলে সর্ব্বত্র গর্হিত যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা ও গৃহব্রত বা গৃহমেধ-ধর্ম্মের অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণপ্রেম-দাতা মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক তৎপ্রকাশ-বিগ্রহ তদভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে রজোগুণাশ্রিত প্রজাপতিবর্গের ন্যায় বংশ-বৃদ্ধিদ্বারা সৃষ্টি-রক্ষা অথবা কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয় ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য সমর্থন করিবার যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবার কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, থাকিতেও পারে না,—কেননা, উহা সর্ব্বথা অশ্রাব্য। ঐরূপ কথা প্রচার করিয়া প্রাকৃত যোষিৎসঙ্গি-সহজিয়াগণ আপনারাও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন এবং সদসদ্‌বিবেকহীন জগৎকেও বঞ্চনা করিয়া জগতে অমঙ্গলই উৎপাদন করেন।

৪৮। আমি সন্ন্যাস করায় মাতৃসেবা-রূপ ধর্ম্ম পালন না করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি।

অমৃতানুকণা—৪৮-৫১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৬৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" সুতরাং তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার নশ্বর-ধর্ম্ম পরিত্যাগকারী কৃষ্ণৈকশরণ কোন সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় কোন নশ্বরধর্ম্ম-অপালনজনিত পাপের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গীতায় নিজ-কথিত উক্ত বাক্যেরই পরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে স্বয়ংই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণশরণ-গ্রহণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং "তাঁহার সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ।।"—ইত্যাদি-দ্বারা কোন জড়াসক্তির প্রশ্রয় সূচিত হয় নাই—শচীমাতার সহিত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধই জ্ঞাপিত হইতেছে মাত্র।

শচীমাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহ—উভয়ের মধ্যে পরস্পর যে নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, তাহা যে কিছু জড়ীয় বা নশ্বর নহে—তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বুঝাইয়াছেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে 'নিজধর্ম্ম', তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১)। সুতরাং বাৎসল্য-রসে শ্রীগৌরহরির নিত্য উপাসিকা—শচীমাতা, অতএব তাঁহার নিকট হইতে উক্ত রসে সেবা গ্রহণই শ্রীগৌরসুন্দরের 'নিজধর্ম্ম'—"তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম।" সেস্থলে সন্ন্যাসগ্রহণ বাৎসল্য-রস-বিরোধী হওয়ায় তাঁহার উক্ত 'নিজধর্ম্ম' বাহ্যতঃ নাশ হইল। কিন্তু

অদ্যাবধি মায়াপুরে মধ্যে মধ্যে শচীদর্শনে আগমনাঙ্গীকার ঃ—

নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ।
মধ্যে মধ্যে আসিমু, তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বে নিত্যই শচীসহ সাক্ষাৎকার, কিন্তু প্রভুর মায়াপ্রভাবে শচীর সংশয় ঃ—

নিত্য যাই' দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ।
স্ফূর্ত্তি-জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৫৩ ॥

শচীর বিশ্বাস-উৎপাদনার্থ এক দিবসের ঘটনা বর্ণন ঃ—

একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত ।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥ ৫৪ ॥
লেম্বু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার ।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥ ৫৫ ॥
প্রসাদ লঞা কোলে করেন ক্রন্দন ।
'নিমাইর প্রিয় মোর—এসব ব্যঞ্জন ॥ ৫৬ ॥
নিমাই নাহিক এথা, কে করে ভোজন ।'
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৭ ॥
শীঘ্র যাই' মুঞি সব করিনু ভক্ষণ ।
শূন্যপাত্র দেখি' অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫৮ ॥
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?? ৫৯ ॥
কিবা মোর কথায় মনে ভ্রম হঞা গেল !
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল ?? ৬০ ॥
কিবা আমি অন্ন পাত্রে ভ্রমে না বাড়িল !'
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাঞা দেখিল ॥ ৬১ ॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে ।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥ ৬২ ॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৩ ॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥ ৬৪ ॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে ।
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো, বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৫ ॥

বিগত বিজয়া-দশমীতেও ঐরূপ মাতৃপাচিত অন্ন-ভোজন ঃ—

এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি ।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি ॥" ৬৬ ॥

ভক্ত-বিচ্ছেদে প্রভুর বিহ্বলতা ঃ—

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা ॥ ৬৭ ॥

প্রেমবশ প্রভুর রাঘব-পণ্ডিতের শুদ্ধকৃষ্ণসেবা-প্রচেষ্টা-বর্ণন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস ।
"তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি হই' তোমার বশ ॥ ৬৮ ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্ব্বজন ।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৯ ॥

রাঘবের প্রভুকে অপূর্ব্ব নারিকেল-ভোগপ্রদান-বৈশিষ্ট্য ঃ—

আর দ্রব্য রহু—শুন নারিকেলের কথা ।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা ॥ ৭০ ॥
বাটিতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল ।
তথাপি শুনেন, যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য

৫৪। শাল্যন্ন—শালি-ধান্যের চাউলের অন্ন ; ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত—নিমপাতাসহ পটোল ভাজা।

৬২। ভাজন—আধার, পাত্র।

৬৩। ঈশান—আদি, ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরোক্ষভাবে তিনি নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলে শচীমাতার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রেমসেবা-গ্রহণের দ্বারা তিনি সেই 'নিজধর্ম্ম'ই পালন করিতেন—"নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে। স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো সত্য নাহি মানে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৫৩)

শ্রীগৌরসুন্দর এস্থলে নিজ বিষয়বিগ্রহোচিত-ভাবই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—"কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।" কৃষ্ণসেবা-নিষেবণই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর একমাত্র ব্রত এবং কৃষ্ণপ্রেমধনই তাঁহার সেই নিবৃত্তিমার্গের 'মহাফল'। কিন্তু সেই প্রেমধন শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত নিজস্ব—"প্রেম নিজ ধন।" অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর নিজ নিত্য প্রেমময় পরিকর ও ধামসহ স্বয়ং পূর্ণতত্ত্ব। অতএব উক্ত প্রেমধনের জন্য তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কোন অপেক্ষা নাই—" ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।" (গীতা ৩।২২)।

তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ কি? তদুত্তর—"যে কালে সন্ন্যাস কৈলু, ছন্ন হৈল মন।" শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগ-বিগ্রহ, শ্রীরাধা—বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি এবং শ্রীগৌররূপী কৃষ্ণ—শ্রীরাধাভাব আস্বাদনকারী। সেই রাধাভাব-আস্বাদনসূত্রে বিপ্রলম্ভ-মহাভাব-মধ্যে যে প্রবলা কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা ও কৃষ্ণেতর-বিষয়ে যে তীব্র বৈরাগ্য, তৎপ্রেরিত হইয়াই শ্রীগৌরকৃষ্ণের মুখ্যতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ। "প্রভু বলে,—শুন, সার্ব্বভৌম মহাশয়। 'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।। কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৬৬-৬৭)। অর্থাৎ এস্থলে তাঁহার সেই সুতীব্র বিপ্রলম্ভজনিত দিব্যোন্মাদই উক্ত 'ছন্ন হৈল মন' বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য, এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত বাক্যে পাষণ্ডী, মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক প্রভৃতি জীবের উদ্ধার-বাসনাদ্বারা তাঁহার সমাবৃত-চিত্তত্ব বুঝাইতেছে।

এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারিচারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭২ ॥
প্রতিদিন পাঁচ-সাত ফল ছোলাঞা।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইঞা ॥ ৭৩ ॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি'।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে, মুখ ছিদ্র করি' ॥ ৭৪ ॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি'।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি' ॥ ৭৫ ॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত—হরষিত।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত ॥ ৭৬ ॥
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৭ ॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৮ ॥

এক দিবসের ঘটনা-বর্ণন ঃ—

এক দিন ফলদশ সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লঞা ॥ ৭৯ ॥
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল ॥ ৮০ ॥
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮১ ॥
পণ্ডিত কহে,—'দ্বারে লোক করে গতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর-ভিতে ॥ ৮২ ॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা ॥' ৮৩ ॥

জগতে রাঘবের অপূর্ব্ব পবিত্র কৃষ্ণসেবা ঃ—

এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৪ ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল ॥ ৮৫ ॥
এইমত কলা, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥ ৮৬ ॥
বহুমূল্য দিয়া আনি' করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি' করে নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল।
এইমত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল ॥ ৮৮ ॥
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন।
পরম পবিত্র, আর করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮৯ ॥
কাশম্দি, আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্ব্বদ্রব্য-সার ॥ ৯০ ॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি' সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥" ৯১ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকে যথাযোগ্য অভিনন্দন ঃ—

এত বলি' রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গনে।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ ৯২ ॥

শিবানন্দকে অসঞ্চয়ী বাসুদেব-দত্তের তত্ত্বাবধায়ক হইতে আদেশ ঃ—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
"বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৩ ॥
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। হুড়ুম—শস্যবিশেষ, ইহার খই উৎকল-প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত (পূর্ব্ববঙ্গে 'মুড়ি'কে 'হুড়ুম' বলে)।

অনুভাষ্য

৮১। উপর-ভিতে—উপর-দেওয়ালে ; তেঁহো—রাঘব পণ্ডিতের সেবক।

৮১-৮৩। শ্রীরাঘব পণ্ডিত জড়ীয় 'শুচি-বায়ুরোগ'-গ্রস্ত কর্ম্মজড় ব্যক্তি বা প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় দ্বৈতবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া "ভৌমে ইজ্যধী" অর্থাৎ জড়ে চিদারোপকারী মনোধর্ম্মী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবক ছিলেন ; জড়ীয়-কামগন্ধবিহীন অপ্রাকৃত-সেবাভাবে মগ্ন থাকিয়া অনুক্ষণ নিজের আরাধ্য বস্তুর সেবা করিতেন। পক্ষান্তরে, স্বার্থপর কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধ-ভক্তগণ অপ্রাকৃত-সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট না হইয়া

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। কাশম্দি—কাসুন্দি।

অনুভাষ্য

তাঁহার বাহ্য আচরণ অনুকরণপূর্ব্বক জড়ের কৃত্রিম শুচি-অশুচি-বিচার করিলেই তাঁহাদের শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছার পরিচয় দেওয়া হয় না—"ভদ্রাভদ্র-বস্তু-জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান,—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম।।"—(অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৪, ১৭৬ সংখ্যা এবং ভাঃ ১১।২৮।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৮৯। ক্ষীর-ওদন—দুগ্ধে পক্ব অন্নের পায়স।

৯৩। শ্রীশিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুর—উভয়েই তৎকালে কুমারহট্ট বা হালিসহরে এবং কাঁচড়াপাড়ায় বাস করিতেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের লৌকিক-কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয় ।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ ৯৫ ॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে ।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৬ ॥

প্রতিবর্ষে সকল ভক্তকে 'ঘাটিসমাধান'-পূর্ব্বক পুরীতে আনিতে আজ্ঞা ঃ—

প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা ।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥" ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। সরখেল—তত্ত্বাবধায়ক।

অনুভাষ্য

৯৯। "আদিকবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই (১৩৯৫) শকাব্দায় ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন, এবং চৌদ্দশত দুই (১৪০২) শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থের রচনা—অতিশয় সরল, এমন কি, বঙ্গীয় অৰ্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য-বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণও এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়,—ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই ; চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে যোল-সতর অক্ষর বা বার-তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সেই সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারেন না। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কেই 'সম্পূর্ণ' বলা যাইতে পারে না।

"এই গ্রন্থ পারমার্থিক-লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ-খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম ও একাদশ-স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু এত প্রশংসা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই কাব্যখানি বঙ্গবাসিগণের পক্ষে বড়ই আদরের ধন ; বিশেষতঃ কেহ কেহ বলেন,—এই গ্রন্থখানিই বঙ্গভাষার আদিকাব্য।

"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসুর হস্তে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।" (শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা' হইতে উদ্ধৃত)।

"বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী সুব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচটী সুকায়স্থ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে দশরথ বসু

সত্যরাজ রামানন্দকে প্রতিবর্ষে পট্টডোরী আনিতে আদেশ ঃ—

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া ।
"প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥ ৯৮ ॥

শ্রীমুখে মালাধর-বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-মহিমা-বর্ণন ঃ—

গুণরাজ-খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥

গ্রন্থস্থ একটী বাক্যে প্রভুর তদ্বংশে আত্মবিক্রয় ঃ—

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৯। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—গ্রন্থবিশেষ। অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থই আদি বঙ্গীয় পদ্য-কাব্য-গ্রন্থ।

অনুভাষ্য

—অন্যতম ; তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ-পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ-খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়-সম্রাট্-দত্ত উপাধি—গুণরাজ খাঁন।

পর্য্যায় যথা ঃ—

১। দশরথ বসু, ২। কুশল, ৩। শুভশঙ্কর, ৪। হংস, ৫। শক্তিরাম (বাগাণ্ডা), ৫। মুক্তিরাম (মাইনগর), ৫। অলঙ্কার (বঙ্গজ) ;

৫। মুক্তিরাম, ৬। দামোদর, ৭। অনন্তরাম, ৮। গুণীনায়ক, ৮। বীণানায়ক ;

৮। গুণীনায়ক, ৯। মাধব, ১০। লক্ষ্মীনাথ, ১০। চক্রপাণি, ১০। উদয়চাঁদ, ১০। লৌহ, ১০। তৌহ, ১০। শ্রীপতি, ১০। অচ্যুতানন্দ ;

১০। শ্রীপতি, ১১। যজ্ঞেশ্বর, ১১। ত্রিলোচন, ১১। বটেশ্বর, ১১। প্রজাপতি, ১১। ঈশান, ১১। সাগর, ১১। কৃপারাম ;

১১। যজ্ঞেশ্বর, ১২। ভগীরথ, ১২। কামেশ্বর, ১২। সদানন্দ, ১২। বশিষ্ঠ ;

১২। ভগীরথ, ১৩। মালাধর বসু—উপাধি—গুণরাজ খাঁন।

ইঁহার চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসুরই উপাধি—সত্যরাজ খাঁন ; তাঁহারই পুত্র—শ্রীরামানন্দ বসু, অতএব শ্রীরামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্য্যায়।

শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতিপ্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে, বোধ হয়, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন। গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের একটী সামাজিক সাহসের পরিচয় এই যে, তিনি বল্লালী কৌলিন্য-প্রথাকে সারহীন জানিয়া আপন-আত্মীয় পুরন্দর খাঁনেরও (ইনিও বসুজ) অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক কান্যকুব্জ হইতে সমাগত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তবংশীয় ত্রয়োদশ-পর্য্যায়স্থ

শ্রীমুখে কুলীন-গ্রামের মাহাত্ম্য বর্ণন ঃ—

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥" ১০১ ॥

উভয়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বা সাধ্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে রামানন্দ, আর সত্যরাজ খাঁন।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১০২ ॥

"গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর উত্তর ঃ—

প্রভু কহেন,—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥' ১০৪ ॥

সত্যরাজের বৈষ্ণব চিনিবার উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

সত্যরাজ বলে,—"বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥" ১০৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক 'কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব'-লক্ষণ নির্দ্দেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ১০৬ ॥

এক কৃষ্ণনামের ফল-মহিমা বর্ণন ঃ—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৭ ॥

'স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ' বলিয়া শ্রীনাম—ইতরকর্ম্ম-নিরপেক্ষ ঃ—

দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীপতি দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন" (১২৯২ সালের শীতকালে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীকুলীন গ্রাম-পাট হইতে সংগৃহীত)।

১০০। মূলপদ্যটী এই—"একভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত। নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।।"

১০৬। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—এরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিবে ; যেহেতু ঐরূপ শ্রদ্ধাই বৈষ্ণবত্বের প্রারম্ভিক যোগ্যতা প্রদান করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণ-নামে তাঁহার কোমল শ্রদ্ধার প্রাকট্যবশতঃ তিনি নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু স্বকৃত 'উপদেশামৃতে' —"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ"—যিনি শ্রীনামকে অপ্রাকৃত চিন্তামণি, কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং নাম-নামীতে অভেদ জানিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, পরন্তু নিজ-বদ্ধাবস্থা-হেতু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-রহিত হইয়া ভক্তির উপাদানগুলিকে ও শুদ্ধভক্তকে সম্পূর্ণ 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারও শুদ্ধভক্ত ও শ্রীগুরুর সেবায় এবং তাঁহাদের মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণফলে ক্রমশঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি অথবা দিব্য-সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ হয়। (ভাঃ ১১।২।৪৭)—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।" শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (মধ্য, ২২ পঃ ৬৪, ৬৭ সংখ্যায়) "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা-অনুসারি।।" "যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম। রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তি-তরতম।।" সবাকার শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চ্চনকারী কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ ;

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২-১০৬। বসু-রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজ খাঁন,—ইঁহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বল কায়স্থ-বসুবংশজাত গৃহস্থ-বৈষ্ণব ; প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—'গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-সাধন কি?' প্রভু উত্তর করিলেন,—'কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।' তাহাতে সত্যরাজ প্রশ্ন করিলেন,—'কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণব-সেবন কার্য্যটী বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার সামান্য (সাধারণ) লক্ষণ কি?' প্রভু উত্তর করিলেন,—'যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য-বৈষ্ণব।'

অনুভাষ্য

যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর—তিনি যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন—বাস্তব-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেব্যত্বে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক ; আর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চক,—অপ্রাকৃত-ভজনরাজ্যে তাঁহার যতটুকুই মহিমা থাকুক না কেন, অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার বাস্তব-সত্যবিগ্রহত্ব শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

১০৭। নববিধা ভক্তি—(ভাঃ ৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"

নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয়েই সর্ব্ব-পাপক্ষয় হইয়া জীবের পুণ্যপাপমূলক প্রাকৃত ভোগবাসনা সমস্ত বিনষ্ট হয়। শ্রীনাম-গ্রহীতাই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। শ্রীনাম-ভজন হইতেই নবধা ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে ("যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব"—ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৩ সংখ্যা)।

সংসার-ক্ষয়—আনুষঙ্গিক, কৃষ্ণপ্রেমই
শ্রীনামের মুখ্যফল ঃ—

অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥ ১০৯ ॥

সেবোন্মুখের কৃষ্ণনাম ঃ—
পদ্যাবলীতে (২৯) ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।

অনুভাষ্য

১০৮। দীক্ষা—শ্রীজীবপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত আগমবাক্য—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।" যাহা হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয় এবং পাপের সম্যক্-রূপ ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'দীক্ষা' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে সংজ্ঞা দিয়াছেন।

দীক্ষা-বিধি (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত আগম-বচন)—"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু। তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্।।" অনুপনীত বিপ্রের যেরূপ স্বকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপবীত-গ্রহণের পরেই অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্রদেবতার পূজাদিতে অধিকার হয় না। এজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশ্যে নিঃশ্রেয়সার্থী 'দীক্ষা' গ্রহণ করিবেন ; কারণ, (হঃ ভঃ বিঃ, ২য় বিঃ-ধৃত বিষ্ণুযামল-বচন)—"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্। পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ।।" (ঐ হঃ ভঃ বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত যামল বা আগম-বচন)—"অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষা-পূর্ব্বং বিধানতঃ।।" (ভক্তিসন্দর্ভে ২৯৮ সংখ্যায় ধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"*

পুরশ্চর্য্যা—(হঃ ভঃ বিঃ, ১৭ বিঃ-ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বচন)—"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোমব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।। গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি। পঞ্চাঙ্গোপাসনা-সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে।।" প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন,—এই পঞ্চাঙ্গকে 'পুরশ্চরণ' বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্তমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গোপাসনার বিধান ; এইজন্যই ইহা পুরশ্চরণ-নামে কথিত।

পুরশ্চর্য্যা-বিধি (হঃ ভঃ বিঃ, ১৭ বিঃ-ধৃত আগম-বচন)—"বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি। কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্।। পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ। অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া।। পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে। বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"✤

শ্রীজীবপ্রভু ("ভক্তিসন্দর্ভে" ২৮৩ সংখ্যা)—'যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়তৈব।।" এবং (ঐ ২৮৪ সংখ্যা)—"(দীক্ষাদ্যপেক্ষা) যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।" রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়—"বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা।।"✱

** হে বামোরু! দীক্ষাহীন ব্যক্তির কৃত সকল অনুষ্ঠানই নিরর্থক। দীক্ষারহিত ব্যক্তি পশুযোনি লাভ করে (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)। অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করত দীক্ষাপূর্ব্বক (দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক) যথাবিধি বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণীয় (হঃ ভঃ বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভ ধৃত যামল-বচন)। যে-প্রকার কাংস্য-ধাতু রসবিধান-অনুসারে স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইপ্রকার দীক্ষা-বিধানদ্বারা মানবগণের দ্বিজত্ব লাভ হয়।*

✤ যাহা ব্যতিরেকে শতবর্ষেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না এবং যাহা অনুষ্ঠান করিলে সাধক বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, সেই পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্রই ফলপ্রদ—অতএব সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি পুরশ্চরণ করিবেন। পুরস্ক্রিয়াই মন্ত্রসমূহের প্রধান শক্তি বলিয়া কথিত। বীর্য্যহীন ব্যক্তি যেরূপ সকল কার্য্যে অক্ষম, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত আগম-বচন)।

✱ যদিও ভাগবত-মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই এবং অর্চ্চন-বিনাও আত্মনিবেদনাদির একটীর দ্বারাও পুরুষার্থসিদ্ধি হয় বলিয়া অভিহিত হয়, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের পন্থানুসারী যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক সম্পাদিত দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনে ইচ্ছুক, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যদিও স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধহেতু কু-স্বভাববিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের তত্তৎ প্রবৃত্তি সঙ্কোচের জন্য শ্রীমদৃঋষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১১০ ॥

'কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব'-লক্ষণ ঃ—

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম ।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" ১১১ ॥

প্রধান খণ্ডবাসিত্রয় ঃ—

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিন জন ॥ ১১২ ॥

প্রভুর মুকুন্দদাসকে রঘুনন্দনসহ সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন ।
"তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন ?? ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। বহু-সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপ-নাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া (মূক ব্যতীত) সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শ-মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।

অনুভাষ্য

নামের দীক্ষা-বিধির নিরপেক্ষতা—পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ ধ্বংস করে। অপ্রাকৃত হইলে মন্ত্র ও দেবতায় অভিন্ন-বুদ্ধি হয়। নাম ও মন্ত্রে 'শব্দসামান্য' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর মনঃকল্পিত অন্য সাধারণ শব্দের সহিত সমান, এইরূপ) বুদ্ধি করিলে নরকে অবস্থিতি হয়। অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতেই মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন বিধেয়। দীক্ষা-পুরঃসর শাস্ত্রের বিধানানুসারেই মন্ত্র-গ্রহণ-বিধি ; কিন্তু কৃষ্ণনাম,—বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয় ; অর্থাৎ বদ্ধজন কৃষ্ণনাম-গ্রহণে প্রাকৃতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াই শুদ্ধকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।" (আদি ৭ম পঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহেন।

নামের পুরশ্চর্য্যা-বিধি-নিরপেক্ষতা—মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা ; শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তজ্জন্য শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই।

নামের জিহবা-স্পর্শে উদ্ধার-সাধন—এখানে জিহবা-শব্দে 'সেবোন্মুখ' জিহবাকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা জড়-ভোগোন্মুখ জিহবাতে অপরাধ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণনাম কখনই উদিত হন না—(ভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তি-লহরীতে) —"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহবাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।" মধ্য, ১৭শ পঃ ১৩৪

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। সুতরাং গৃহস্থ-লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্য এককৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবাকার্য্যসিদ্ধি হয় ; 'মন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণব'কে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই ; ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদি-দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে-সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব',—গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।

অনুভাষ্য

সংখ্যা—"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬-২৭৬ ও ২৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অন্ত্য, ৩য় পঃ ৫৯-৬৯, ৭৫, ৮০, ১৭৬-১৮০, ১৮২-১৮৭; ২০শ পঃ ১১, ১৩ সংখ্যা, ভাঃ ১।১।১৪, ৬।২।২৯, ৩৯ দ্রষ্টব্য।

১১০। শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ অয়ং মন্ত্রঃ কৃতচেতসাং (মুক্তকুলানাং) সুমহতাং (ত্রিগুণাতীতানাং, 'সুমনসাম্' ইতি পাঠে—মনস্বিনাম্) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষকঃ, 'আকৃষ্টীকৃতচেতসাম্' ইতি পাঠে আকৃষ্টীকৃতং চেতো যেষাং তেষাম্), অংহসাং (প্রাকৃতাভিনিবেশজ-চেষ্টানাং পুণ্যপাপানাম্) উচ্চাটনম্ (উন্মূলনম্), আচণ্ডালং (চণ্ডাল-পর্য্যন্তম্) অমূকলোকসুলভঃ (অমূকলোকানাং মূকব্যতিরিক্তানাং জনানাং বাক্‌শক্তিমতাম্ এব সুলভঃ সহজপ্রাপ্যঃ ইত্যর্থঃ), মুক্তিশ্রিয়ঃ (মোক্ষাশ্রয়চিন্তামণি-স্বরূপস্য) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) চ ; (স চায়ং নাম-মহামন্ত্রঃ) দীক্ষাং (পাপনাশ-দিব্যজ্ঞান-বিধায়কসাধনময়ীং) সৎক্রিয়াং (ফলসিদ্ধ্যার্থাং দক্ষিণাং পুরশ্চর্য্যাং চ পঞ্চাঙ্গোপাসনাত্মিকাং ক্রিয়াং) মনাক্ (ঈষৎ) অপি ন ঈক্ষতে (নাপেক্ষতে, পরং তু) রসনাস্পৃক্ (সেবোন্মুখ-জিহবা-স্পর্শ-মাত্রেণ এব) ফলতি (ফলপ্রদো ভবতি)।

১১১। শ্রীল রূপপ্রভু তৎকৃত শ্রীউপদেশামৃতে—'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ" অর্থাৎ সদ্গুরুর

স্থলে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় উক্ত আছে, হে বিপ্রবর! এই মন্ত্র—দীক্ষা, পুরশ্চরণ এবং ন্যাসবিধান বিনাই জপমাত্রেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ১১৪ ॥

রঘুনন্দনকে কৃষ্ণভক্ত জানিয়া অমানী মানদ মুকুন্দের পুত্রবুদ্ধি-ত্যাগ ও গুরু-বুদ্ধি ঃ—

মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তার 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫ ॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন, আমার নিশ্চিতে ॥" ১১৬ ॥

মুকুন্দের সদুত্তর-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ, 'সদ্‌গুরু' বা 'প্রকৃত পিতা'র সংজ্ঞা ঃ—

শুনি' হর্ষে কহে প্রভু,—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥" ১১৭ ॥

ভক্তের জয়গানে মত্ত ভগবান্ ঃ—

ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮ ॥

ভক্তগণ-সম্মুখে মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন ঃ—

ভক্তগণে কহে,—"শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল, নিগূঢ় প্রেম, যেন শুদ্ধ হেম ॥ ১১৯ ॥

বাহ্যে লোক-ব্যবহার, অন্তরে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ঃ—

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজ-সেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥ ১২০ ॥

এক দিবসের ঘটনা-বর্ণন ; মুকুন্দ ও বাদসাহের বৃত্তান্ত ঃ—

একদিন ম্লেচ্ছ-রাজা উচ্চ-টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত্ কহে ইঁহার অগ্রেতে ॥ ১২১ ॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি' ॥ ১২২ ॥
শিখিপিচ্ছ দেখি' মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি-উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৩ ॥
রাজার জ্ঞান,— রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥ ১২৪ ॥
রাজা বলে,—'ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি?'
মুকুন্দ কহে,—'অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥' ১২৫ ॥
রাজা কহে,—'মুকুন্দ, তুমি পড়িলা কি লাগি'?
মুকুন্দ কহে,—'রাজা, মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥' ১২৬ ॥

মুকুন্দের ছলনা ও আত্মগোপন-সত্ত্বেও রাজার তাঁহাকে 'মহাপুরুষ'-জ্ঞান ঃ—

মহাবিদগ্ধ রাজা, সেই সব জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর 'মহাসিদ্ধ'-জ্ঞানে ॥" ১২৭ ॥

রঘুনন্দনের কৃষ্ণসেবার দৃষ্টান্ত ঃ—

"রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী, তার ঘাটের উপরে ॥ ১২৮ ॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥" ১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তিনজনের সেবা-বিভাগ—(১) মুকুন্দের সেবা ঃ—

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
"তোমার কার্য্য—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন ॥ ১৩০ ॥

(২) রঘুনন্দনের সেবা ঃ—

রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন ॥ ১৩১ ॥

(৩) নরহরির সেবা ঃ—

নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন জনে ॥" ১৩২ ॥

সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি, উভয়ের কৃষ্ণসেবা-নির্দ্দেশ ঃ—

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি,—দুই ভাই।
দুইজনে কৃপা করি' কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩ ॥
"'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
'দরশন'-স্নানে' করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪ ॥
'দারুব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

নিকট যে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, মধ্যমাধিকারী তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন,—ইহাই বিধি।

১২০। মুকুন্দ লোকচক্ষে রাজবৈদ্যগিরি চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত (অর্থাৎ বৈষ্ণব-গৃহস্থ-বেষে মহাভাগবত পরমহংস) ছিলেন ; সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে নাই।

১২১। উচ্চ-টুঙ্গিতে—উচ্চস্থানে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে।

১২২। আড়ানী—আতপত্র অর্থাৎ রৌদ্র-নিবারক ছাতা, (প্রস্থের) আড়ভাবে বৃহৎ পাখা।

১২৭। মহাবিদগ্ধ—বিশেষ নীতি-চতুর ; মহাসিদ্ধ—অলৌকিক মুক্ত পুরুষ।

১২৯। অবতংসে—ভূষণ, কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ, তজ্জন্য।

১৩০-১৩২। শ্রীমহাপ্রভু মুকুন্দকে অত্যন্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া জানিতেন ; তজ্জন্য ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রের সেবাকার্য্য বিভাগ-কালে মুকুন্দের ধর্ম্ম ও ধনোপার্জ্জন, রঘুনন্দনের

সার্ব্বভৌমকে জগন্নাথ ও বাচস্পতিকে গঙ্গা-সেবার্থ আজ্ঞা ঃ—

সার্ব্বভৌম! কর 'দারুব্রহ্ম'-আরাধন।
বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মেরে সেবন ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর মুরারির স্ব-সেব্যনিষ্ঠা-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন,—"শুন ভক্তগণ ॥ ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিকে কৃষ্ণভজনে প্রলোভন ঃ—

পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
'পরম মধুর, গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময় ॥ ১৩৯ ॥
সকল সদ্গুণ-বৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥ ১৪০ ॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলা-রস ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণোপাসনারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কথন ঃ—

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥' ১৪২ ॥

প্রভুর প্রলোভনে মুরারির ক্ষণিক চিত্তপরিবর্ত্তন ঃ—

এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ১৪৩ ॥

প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

আমারে কহেন,—"আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর ॥" ১৪৪ ॥

রামোপাসনা-ত্যাগ-চিন্তায় মুরারির অনিদ্রা, ক্রন্দন ও মৃত্যুবাসনা ঃ—

এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥ ১৪৫ ॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ ১৪৬ ॥
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ ॥ ১৪৭ ॥

প্রাতে আসিয়া রাম-ভজন-ত্যাগে ও প্রভু-আজ্ঞা-পালনে অসামর্থ্য জানাইয়া উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মৃত্যুবাঞ্ছা ঃ—

প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৪৮ ॥
'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥ ১৫০ ॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥' ১৫১ ॥

মুরারির বাক্যে প্রভুর হর্ষ ও প্রশংসা ঃ—

এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ ॥ ১৫২ ॥
সাধু, সাধু, গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৩ ॥

সেবক ও সেব্যের পরস্পরের প্রতি আদর্শ ব্যবহার ঃ—

এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায় ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর মুরারির উপাস্য-নিষ্ঠা-পরীক্ষা, মুরারির পরীক্ষা-উত্তরণ ঃ—

এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। হে সার্ব্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর ; আর হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর।

অনুভাষ্য

শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও নরহরির ভক্তসহ অবস্থানরূপ সেবা-ভেদ নিরূপণ করিলেন।

১৩৭-১৫৭। এতৎপ্রসঙ্গে অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৩০-৪৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপিতা শ্রীঅনুপম বা বল্লভের শ্রীরাম-নিষ্ঠা আলোচ্য।

১৪৯। "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।"

১৫৪। প্রভু—জীবের নিত্যসেব্য, আরাধ্য বা উপাস্যতত্ত্ব

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। (পূর্ব্বে) এই কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে কৃষ্ণ-ভজনে অধিক লোভ দিয়াছিলাম যে, "হে গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমার—পরম মধুর" ইত্যাদি।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণ ; মধ্য, ৪র্থ পঃ ১৮৬, ৭ম পঃ ৮, ১৩শ পঃ ১৪০ (পূর্ব্বার্দ্ধ) দ্রষ্টব্য ; অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৪৬-৪৭ সংখ্যা—"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।। দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে। সেই ঠাকুর ধন্য—যে তারে চুলে ধরি' আনে।।"

১৫৫। জানিবার—পরীক্ষা করিবার ; আগ্রহ—কৃষ্ণভজন করাইতে নির্ব্বন্ধ।

দৈন্যের অবতার মুরারি—সাক্ষাৎ হনুমদ্বিগ্রহ ঃ—

সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥ ১৫৬ ॥
সেই মুরারি-গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥" ১৫৭ ॥

প্রভুর বাসুদেবদত্তকে প্রশংসা ঃ—

তবে বাসুদেবে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুপদে বাসুদেবের কাতর-প্রাণে নিবেদন ঃ—

নিজ-গুণ শুনি' দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ১৫৯ ॥
"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥ ১৬০ ॥
করিতে সমর্থ তুমি, হও দয়াময়।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১ ॥

অলৌকিক পরদুঃখদুঃখী গৌরদাস বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর ঃ—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥ ১৬২ ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ॥" ১৬৩ ॥

প্রিয়তম সেবকের প্রার্থনায় প্রভু বিচলিত ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥ ১৬৪ ॥

বাসুদেব-দত্তঠাকুর—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ ঃ—

"তোমার বিচিত্র নহে, তুমি—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ ১৬৫ ॥

কৃষ্ণ ও ভক্তের পরস্পরের ব্যবহার ঃ—

কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥ ১৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই উদ্ধার-বিষয়ে সত্য আশ্বাস-দান ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ ১৬৭ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা-বর্ণন ঃ—

অসমর্থ নহে, কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল?? ১৬৮ ॥
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ', সে হইল 'বৈষ্ণব'।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ১৬৯ ॥

অনুভাষ্য

১৬২-১৬৩। পাশ্চাত্ত্য-রাজ্যে খৃষ্টভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখৃষ্টই জীবের সর্ব্ব-পাপভার-গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীগৌরপার্ষদমধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ঠাকুর-হরিদাসের ন্যায় তদপেক্ষা অনন্ত-কোটিগুণে অধিকতর উন্নত ও উদার সার্ব্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেমভাব জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্তঠাকুরের মধ্যে জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ 'নিঃস্বার্থ', বিষ্ণু-সেবারূপ চিন্ময় 'পরার্থ' ও 'স্বার্থ' অপূর্ব্বভাবে একত্র সম্মিলিত। তিনি গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ বাস্তব-বস্তু নিরস্ত-কুহক স্বয়ং ভগবজ্জ্ঞানে সমগ্র জীববৃন্দের কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভবরোগ (শুধু 'পাপ' নহে, সর্ব্বপ্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতম 'অপরাধ'রাশি) নিজস্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের ভবরোগ-মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে প্রার্থনা করিয়া যে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা সমগ্র জগতে, শুধু জগতে কেন, সমগ্র চতুর্দ্দশভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরও কল্পনাতীত। মায়াবশে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-নিবন্ধন ভেদ-বুদ্ধিহেতু হিংসা-বৃত্তি-প্রধান জীবগণ দ্বৈতজগতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর্শকেই বহুমানন করে বলিয়া তাহাদের অধিকাংশই কুকর্ম্মী ও কুজ্ঞানী ; তাহারা বৈকুণ্ঠসেবক বাসুদেব-দত্তঠাকুরের নরক-ভোগবাঞ্ছা-শ্রবণে নৈসর্গিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বভাব-মূলে উল্লাস-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে একজন 'পুণ্যবান্ সৎকর্ম্মী' অথবা 'ব্রহ্মজ্ঞানী'র সমপর্য্যায়ে জ্ঞান করিয়া প্রচুর সম্মান বা প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলেও, দত্তঠাকুর তদপেক্ষা যে অনন্তকোটিগুণে অধিক 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা আদৌ অতিরঞ্জিত প্রশংসা-বাক্য বা অর্থবাদ নহে, অতি নিরপেক্ষ সত্য-কথা। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় 'পরদুঃখদুঃখী' গৌরদাসগণের আগমনে পৃথ্বী ধন্যা,—শুধু প্রপঞ্চ নহে—সমগ্র জীবকুলও ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাদৃশ গৌরভক্তের গুণগানেই বাগ্মিগণের জিহ্বার ফল নিহিত ; আর তাঁহার ন্যায় অকিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট মহাভাগবতের গুণ-বর্ণন কার্য্যেই কবি ও ঐতিহাসিকের লেখনী জড়ানুসন্ধানরহিত হইয়া স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা সম্পাদন করে,—মহাবদান্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস এতই "মহতোহপি মহীয়ান্" ও "গরীয়সোহপি গরীয়ান্"।

১৬৭-১৬৯। প্রভু বাসুদেবকে বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্ ; তিনি সমস্ত জীবকে জীবের জড়ভোগবাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন। তুমি যখন সমদৃক্ হইয়া উচ্চাবচ সকল-জীবের পক্ষ হইতে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তোমার প্রার্থনানুসারে পাপভোগ ব্যতীতই সকলের উদ্ধার হইবে ; তদ্বিনিময়ে তোমাকে তাহাদের জন্য পাপফল ভোগ করিতে হইবে না। তুমি যাঁহাদের মঙ্গল বাঞ্ছা

সর্ব্বফলপ্রদাতা গোবিন্দ-বন্দনা ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৪)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতনোতি ।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭০ ॥

ভক্তেচ্ছায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন-সাধন ঃ—

তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন ।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ॥ ১৭১ ॥

বিরজা বা কারণ-সমুদ্রে ভাসমান অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ঃ—

একই ডুম্বুর-বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে ।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারের সহিত ডুমুর-ফল-পতনের উপমা ঃ—

তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয় ।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ॥ ১৭৩ ॥

কৃষ্ণের নিকট একটী ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার—নিতান্ত তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য ব্যাপার ঃ—

তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৪ ॥

পরব্যোমের বহির্দ্দেশস্থ কারণ-সাগর-বর্ণন ঃ—

অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ।
তার গড়খাই—কারণাব্ধি যার নাম ॥ ১৭৫ ॥
তাতে ভাসে মায়া, লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৬ ॥
তার এক রাই-নাশে, হানি নাহি মানি ।
ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৭ ॥

মায়াসহ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসেও কৃষ্ণের ক্ষতি নাই ঃ—

সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি 'মায়া'র হয় ক্ষয় ।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। যিনি ইন্দ্রগোপরূপ কীটসকল হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত জীবনিচয়ের স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপ ফল ভাজন (ভোগ) বিস্তার (বিধান) করেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্মই নির্দহন করেন, অহো সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

১৭১-১৭৯। এই পদ্য সকলের শব্দার্থ—সরল, কিন্তু ভাবার্থ—কঠিন ; ভাবার্থ এই যে—জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবন্ধনে পড়িলে, মায়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই জীববৃন্দকে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলস্বরূপ কর্ম্মভোগ করান। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখলোকের কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণ-সম্মুখ (কৃষ্ণোন্মুখ) ব্যক্তিদিগের সেই কর্ম্মবন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় একেবারে বিনষ্ট হয় ; ইহাতে যদি বিতর্ক করা যায় যে, 'ভক্ত হইলেই যদি কর্ম্মচ্ছেদ হইল এবং কোন ভক্ত বাঞ্ছা করিলেই যদি বিনা দণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইল, তবে ভক্তের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, বা না থাকে, এরূপ হইয়া পড়ে ; তাহা হইলে কৃষ্ণের জগৎ কিরূপে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হইতে পারে?' প্রভু কহিলেন,—'কৃষ্ণের চিজ্জগৎ—অনন্ত ও অপরিমেয় ; স্বরূপ-শক্তির গণসকল তথায় কামধেনু-স্বরূপে পতিরূপ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে। সেই (স্বরূপশক্তি-বৈভব) চিজ্জগৎ—ত্রিপাদ। সেই চিজ্জগতের ছায়ারূপ মায়ার অধিকৃত এই জড়জগৎ—একপাদ। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া-মাত্র, অতএব কোটি-কামধেনুপতি কৃষ্ণের পক্ষে একটী ছাগী-মাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে বা করিবে, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব' হইবেন এবং বৈষ্ণবের প্রাক্তন দুষ্কৃতিসমূহের ফলভোগ হইতেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা পাপ-পুণ্যের সেবা বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক হইবেন। পাদ্মে,—"অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্।।" ভাঃ ৬।২।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১৭০। যঃ (গোবিন্দঃ) তু ইন্দ্রগোপং (রক্তবর্ণক্ষুদ্রকীট-বিশেষম্) অথবা ইন্দ্রং (দেবাধিপতিং) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফল-ভাজনং (স্বস্য কর্ম্মবন্ধানুরূপস্য ফলস্য ভাজনম্) আতনোতি (সম্যক্ বিদধাতি) কিন্তু ভক্তিভাজাং (হরিসেবাপরাণাং) চ কর্ম্মাণি (প্রারব্ধানি অপ্রারব্ধানি চ ভোগযোগ্যানি কর্ম্মফলানি) নির্দহতি (বিনাশয়তি), তম্ আদিপুরুষং (মুলদেবং) গোবিন্দম্ (অহং) ভজামি।

১৭২। অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামের বহির্ভাগে—বিরজা নদী। তাহার পরপারে আলোকময় ব্রহ্মধামে মণ্ডিত সবিশেষ-বৈকুণ্ঠ-ধাম। বিরজা-নদীর অপর পারে—এই দেবীধাম বা প্রাকৃতরাজ্য ; দেবীধামে ত্রিগুণ বর্ত্তমান এবং বিরজা-নদীতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থা বিরাজমান।

১৭৫। আদি ২য় পঃ ৫৩ সংখ্যা, ৫ম পঃ ৫২-৫৫, মধ্য ২০শ পঃ ২৬৮-২৭৯, ২১শ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বৈকুণ্ঠধামে মায়ার কোনপ্রকার কুণ্ঠতা নাই। বৈকুণ্ঠের সর্ব্বদিক্ কারণসমুদ্রে বেষ্টিত। প্রাকৃত দেবীধামের বিচিত্রতার কারণ-সলিলই কারণাব্ধি।

১৭৬। গড়খাই—বেষ্টন-জল। বিরজা-নদী বা কারণাব্ধি—

কামধেনু-কোটি-পতির ছাগী যৈছে মরে ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ?? ১৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৪)—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥" ১৮০ ॥

সকল ভক্তকে প্রভুর বিদায়-দান ঃ—

এই মত সর্ব্বভক্তের কহি' সব গুণ ।
সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥ ১৮১ ॥

পরস্পরের ভাবি-বিরহাশঙ্কায় ভক্ত ও ভগবানের বিষাদ ঃ—

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন ।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শুদ্ধভক্তের অনুরোধে যদি একটী মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধ হয় না ; তাহা দূরে থাকুক, যদি সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ছাগীরূপ মায়ার অস্তিত্বও লোপ হয়, তাহা হইলেও কোটী-কামধেনুপতিরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ছায়া নষ্ট হইলে কি স্বরূপ-বস্তুর ক্ষতি হইতে পারে?

১৮০। যাহার (দ্বারা) সত্ত্বরজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই চরাচর অজাকে (অবিদ্যা বা মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া (তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও) ; কেননা, আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে ; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক

অনুভাষ্য

গড়খাই-সদৃশ এবং অনন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—অসংখ্য ক্ষুদ্র রাইসর্ষপ-সদৃশ, আর মায়া—ভাণ্ডসদৃশ।

১৮০। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শুশ্রূষু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি বর্ণন করিতেছেন।

হে অজিত (মায়াদ্যনভিভূত,) জয় জয় (নিজোৎকর্ষমবশ্যমাবিষ্কুরু, কথং বা ন করোষীতি আদরে বীপ্সা) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতাঃ গুণাঃ যয়া তাং) অগজগদোকসাং (অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং জীবানাম্) অজাং (মায়াম্ অবিদ্যাং) জহি (নাশয়—যথা পুনরেষা সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃত্তান্ জীবান্ ন দুনোতীতি ভাবঃ), যৎ (যস্মাৎ) ত্বম্ আত্মনা (স্বরূপভূতেন পরমানন্দেনৈব তদভিন্নয়ৈব শক্ত্যা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ

গদাধরকে টোটা-গোপীনাথ-সেবা-প্রদান ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে ।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥ ১৮৩ ॥

ছয়জন ভক্তসহ প্রভুর পুরীতে অবস্থান ঃ—

পুরী-গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ-দামোদর ।
দামোদর-পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১৮৪ ॥
এইসব-সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে ।
জগন্নাথ-দরশন নিত্য প্রাতঃকালে ॥ ১৮৫ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে একমাস নিমন্ত্রণ ঃ—

প্রভু-পাশ আসি' সার্ব্বভৌম এক দিন ।
যোড়হাত করি' কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১৮৬ ॥
"এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে চলি' গেল ।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(উদ্বোধক অন্তর্যামী) ; তুমি আত্ম-শক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক, —বেদ তোমার এই দুইপ্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন।

১৮৩। পাঠান্তরে—'জলেশ্বরে' ; এই পাঠ শুদ্ধ ও সার্থক বলিয়া বোধ হয় না, কেননা, জলেশ্বর-গ্রামে গদাধরপণ্ডিতের কোন লীলার উল্লেখ নাই। সমুদ্র-বালুকা-পথে যমেশ্বর-টোটায় শ্রীটোটা-গোপীনাথের মন্দির, তথায় গদাধরপণ্ডিত (গোস্বামী) গোপীনাথের সেবায় ও মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

অনুভাষ্য

(সম্প্রাপ্তসমগ্রৈশ্বর্য্যঃ) অসি [বশীকৃতমায়ত্বাৎ, ত্বমেব] অখিল-শক্ত্যববোধক (অখিলাঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃতাঃ যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং সর্ব্বাসাম্ অববোধক, ভোক্তঃ, অধীশ্বর, ইতি যাবৎ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে) অজয়া (মায়য়া সহ) আত্মনা (অঙ্গাভাসেন, স্বয়ং তু নির্লিপ্তঃ) চরতঃ (ঈক্ষণ-ক্রীড়তঃ) তে (তব ত্বাং—কর্ম্মণি ষষ্ঠী) নিগমঃ (বেদঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ", "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ)।

১৮৩। যমেশ্বর—পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে বালুকোপরি যমেশ্বর-টোটা বা বাগান ; সেইস্থলে মহাপ্রভু গদাধর-পণ্ডিতকে বাসস্থান দিলেন।

'মাসব্যাপি নিমন্ত্রণ'-শ্রবণে প্রভুর আপত্তি ; এবং যতিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া ভিক্ষার সময়-হ্রাস ঃ—

এবে মোর ঘরে ভিক্ষা করহ 'মাস' ভরি'।"
প্রভু কহে,—"ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥" ১৮৮ ॥

ভট্টের ভিক্ষা-কাল বর্দ্ধন ও প্রভুর হ্রাস-চেষ্টাক্রমে একদিন মাত্র ভিক্ষায় প্রভুর সম্মতি ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"ভিক্ষা করহ 'বিংশ' দিন।"
প্রভু কহে,—"এ নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥" ১৮৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে পুনঃ,—দিন 'পঞ্চদশ'।
প্রভু কহে,—"তোমার ভিক্ষা 'এক' দিবস ॥" ১৯০ ॥

বহুদৈন্যবিনয়ে ভট্টের ১০ দিন করিতে চেষ্টা ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
'দশদিন ভিক্ষা কর' কহে বিনতি করিয়া ॥ ১৯১ ॥

অবশেষে ৫ দিন ভিক্ষা স্বীকার ঃ—

প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ-দিন ঘটাইল।
পাঁচ-দিন তাঁর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ নিল ॥ ১৯২ ॥

দশজন সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণ-ব্যবস্থা ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
"তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯৩ ॥

পরমানন্দ-পুরীকে ৫ দিন ভিক্ষা-দান ঃ—

পুরী-গোসাঞির ভিক্ষা পাঁচদিন মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছোঁ তোমার গোচরে ॥ ১৯৪ ॥

স্বরূপকে কখনও প্রভুসঙ্গে, কখনও একাকী ৪ দিন ভিক্ষা-দান-স্বীকার ঃ—

দামোদর-স্বরূপ,—এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে, কভু একেশ্বর ॥ ১৯৫ ॥

অবশিষ্ট ৮ জন সন্ন্যাসীকে ১৬ দিন ভিক্ষা-দান ঃ—

আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
এক এক দিন, এক এক জনে পূর্ণ হইল মাসে ॥১৯৬॥

দশজন সন্ন্যাসীর একত্র ভিক্ষায় যথাযোগ্য মর্য্যাদা-সংরক্ষণে অসম্ভাবনা-হেতু অপরাধাশঙ্কা ঃ—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ ১৯৭ ॥

কখনও একক, কখনও স্বরূপ-সঙ্গে নিমন্ত্রণ ঃ—

তুমিহ নিজ-ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আনিবে স্বরূপ-দামোদরে ॥" ১৯৮ ॥

প্রভুর অনুমোদনে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৯৯ ॥

ভট্টপত্নী ষাঠীর মাতা—প্রভুভক্ত ঃ—

'ষাঠীর মাতা' নাম, ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো, স্নেহেতে জননী ॥ ২০০ ॥

ষাঠীর মাতার রন্ধন ঃ—

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥ ২০১ ॥

শাক-ফলাদি নানা নৈবেদ্য-সংগ্রহ ঃ—

ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি'।
যেবা শাকফলাদিক, আনিল আহরি' ॥ ২০২ ॥

স্বয়ং ভট্টের পত্নীকে রন্ধনে সহায়তা ঃ—

আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা—বিচক্ষণা, জানে পাকের কর্ম্ম ॥ ২০৩ ॥

রন্ধন-ভোগগৃহ-বর্ণন ঃ—

পাকশালার দক্ষিণে—দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥ ২০৪ ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥ ২০৫ ॥
বাহ্যে এক দ্বার তার, প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন প্রবেশিতে ॥ ২০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৮। নিজ-ছায়ে—নিজছায়া লইয়া অর্থাৎ একলা।

অনুভাষ্য

১৮৮-১৯২। ভক্তবৎসল হইয়াও প্রভুর আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন।

১৯৩। দশজন সন্ন্যাসী,—১। পরমানন্দ-পুরী, ২। দামোদর-স্বরূপ, ৩। ব্রহ্মানন্দ-পুরী, ৪। ব্রহ্মানন্দ-ভারতী, ৫। বিষ্ণুপুরী, ৬। কেশব-পুরী, ৭। কৃষ্ণানন্দপুরী, ৮। নৃসিংহতীর্থ, ৯। সুখানন্দ-পুরী, ১০। সত্যানন্দ-ভারতী।

অনুভাষ্য

১৯৬। আর অষ্ট সন্ন্যাসী—পরমানন্দ-পুরী ও দামোদর-স্বরূপ ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য আটজন। পূর্ণ হৈল মাসে—শ্রীমহাপ্রভুর ৫ দিন, পরমানন্দপুরীর ৫ দিন, দামোদর-স্বরূপের ৪ দিন, ৮ জন সন্ন্যাসীর ১৬ দিন,—একত্রে ৩০ দিন হওয়ায় একমাস পূর্ণ হইল।

২০২। ভরি'—পূর্ণ ; আহরি'—যোগাড় করিয়া।

বিচিত্র নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

বত্তিশা-আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
তিন-মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥ ২০৭ ॥
পীত-সুগন্ধি-ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল ।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ ২০৮ ॥
কেয়াপত্র-কলাখোলা-ডোঙ্গা সারি সারি ।
চারিদিক ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি' ॥ ২০৯ ॥
দশপ্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-সুখ্‌ত-ঝোল ।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়া, ঘোল ॥ ২১০ ॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্‌রা ।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাক্‌রা ॥ ২১১ ॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার ।
ফুলবড়ী-ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥ ২১২ ॥
নব-নিম্বপত্র-সহ ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী ।
ফুলবড়ী, পটোল-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী ॥ ২১৩ ॥
ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয় ।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১৪ ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল, আর যত পিষ্ট ॥ ২১৫ ॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি ॥ ২১৬ ॥
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন, মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি ॥ ২১৭ ॥
রসালা-মথিত দধি, সন্দেশ অপার ।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ ২১৮ ॥

আসন ও নৈবেদ্য-সজ্জা ঃ—

শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য্য সব করাইল ।
শুভ্র-পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥ ২১৯ ॥
দুই-পাশে, সুগন্ধি শীতল জল-ঝারী ।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২০ ॥
অমৃতগুটিকা, পিঠা-পানাদি আইল ।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২২১ ॥

মধ্যাহ্ন-স্নানান্তে একক প্রভুর আগমন ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া ।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২২ ॥

পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভট্টের প্রভুকে গৃহমধ্যে আনয়ন ঃ—

ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন ।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥ ২২৩ ॥

নৈবেদ্য-দর্শনে প্রভুর বিস্ময় ও ভোগ-প্রশংসা ঃ—

অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥ ২২৪ ॥
"অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন ।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ?? ২২৫ ॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ॥ ২২৬ ॥

তুলসী-মঞ্জরী-দর্শনে কৃষ্ণের ভোগানুমান ঃ—

কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ,—অনুমান করি ।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২৭ ॥
ভাগ্যবান্ তুমি, তোমার সফল উদ্যোগ ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২২৮ ॥
অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ—অতি মনোরম ।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইঁহা করিয়াছেন ভোজন ॥ ২২৯ ॥

ভোগপ্রশংসান্তে প্রভুর স্ব-ভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ।
আমি—ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পাব ॥ ২৩০ ॥

অনুভাষ্য

২০৭। উভারিল—ঢালিয়া দিল।

২০৭-২২১। গ্রন্থকার শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ভোগের সুষ্ঠু-বর্ণনদ্বারা স্বীয় অত্যুৎকৃষ্ট রন্ধন ও পরিবেশন-নৈপুণ্যাদি প্রকাশ করিতেছেন ; মধ্য ৩য় পঃ ৪৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১১। দুগ্ধতুম্বী—দুগ্ধে পক্ব লাউ ; বেসর—সর্ষপবাটা দিয়া যে তরকারি হয়, উৎকল দেশে তাহাকে 'বেসর' বলে ; শাক্‌রা, —মিষ্টতা-যুক্ত তরকারী।

২১৩। ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী—বেগুন-ভাজা ; কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী—ছোট ছোট চাক্‌তি করিয়া কুমড়া ও মান-কচু-ভাজা।

২১৪। মধুরাম্ল—চাট্‌নী বা মিষ্ট টক্ বা অম্বল ; বড়াম্ল—ডালের বড়া দিয়া যে অম্বল, তাহা ; ভৃষ্ট-মাষ-মুগ্দ-সূপ—ভাজা-কলাইর ডাল ও ভাজা-মুগের ডাল।

২১৫। মাষ-বড়া—কলাইর ডালের বড়া।

২১৬। দুগ্ধ লক্‌লকী—চুষীপুলি।

২১৯। শুভ্রপীঠ—সাদা পিঁড়ির উপরে একটী সূক্ষ্মবস্ত্র-খণ্ডদ্বারা আসন পাতা হইল।

২২১। জগন্নাথ-প্রসাদের সহিত স্বগৃহে পাচিত অপ্রসাদি বা অনর্পিত নৈবেদ্য মিশ্রিত করিয়া একাকার করিলেন না, তাহাতে সাবধান ছিলেন ; উভয়ের পরস্পর মিশ্রণ না হয়, এইরূপভাবে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিলেন।

কৃষ্ণের পীঠাসন তুলিয়া পৃথক্‌পাত্রে প্রসাদ-প্রার্থনা ঃ—

কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখহ উঠাঞা ।
মোরে প্রসাদ দেহ' ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥" ২৩১ ॥

ভট্টের প্রভু-কৃপা-প্রভাব-বর্ণন ঃ—

ভট্টাচার্য্য বলে,—"প্রভু, না করহ বিস্ময় ।
যেই খাবে, তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ২৩২ ॥
উদ্যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে ।
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন, সেই তাহা জানে ॥ ২৩৩ ॥

প্রভুকে ভোগের আসন অঙ্গীকার করিতে অনুরোধ,
প্রভুর কৃষ্ণাসনে মর্য্যাদা-বুদ্ধিহেতু
তৎস্বীকারে অসম্মতি ঃ—

এই ত' আসনে বসি' করহ ভোজন ।"
প্রভু কহে,—"পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥" ২৩৪ ॥

কৃষ্ণভুক্ত অন্ন ও আসন, উভয়ই প্রসাদ ঃ—

ভট্ট কহে,—"অন্ন, পীঠ,—সমান প্রসাদ ।
অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ??" ২৩৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভট্টের সৎসিদ্ধান্ত-প্রশংসা ও অঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয় ।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥ ২৩৬ ॥

ভগবদ্ভক্ত-প্রসাদ-স্বীকারেই দুষ্পারা মায়ার জয় ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৪।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর প্রচুর অন্নগ্রহণে আপত্তি ; ভট্টের তাহাতে অনুযোগ ঃ—

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায় ।"
ভট্ট কহে,—"জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৮ ॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥ ২৩৯ ॥

প্রভুর দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজলীলায় ভোজন-প্রকার ঃ—

দ্বারকাতে ষোল-সহস্র মহিষীর ঘরে ।
অষ্টাদশ মাতা, আর যাদবের ঘরে ॥ ২৪০ ॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা-ভোজন ॥ ২৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৭। তোমাকে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্টসকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব।

অনুভাষ্য

২২৯। সৌরভ্য—সুঘ্রাণ ; বর্ণ—শুভ্র বর্ণ।

২৩৫। অন্ন ও পীঠ বা পিঁড়ি—উভয়ই কৃষ্ণভুক্ত নির্ম্মাল্য; ভোগের অন্নকে 'ভগবদুচ্ছিষ্ট' জানিয়া ভোজন করিয়া সম্মান এবং ভগবানের আসন-কার্য্যে লাগিয়াছে জানিয়া 'পীঠ'কে তদবশেষ 'প্রসাদ'বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অপরাধ কি-প্রকারে হইবে?

২৩৭। ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথন বা উদ্ধবগীতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভগবদিচ্ছায় দ্বারকাতে মহা উৎপাতসমূহ আরম্ভ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে প্রকট-লীলার সংগোপন এবং অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিবার বাঞ্ছা অবগত হইয়া প্রিয়তম সেবক উদ্ধব গাঢ়প্রীতিভরে কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ (ভবদুপভুক্ত-মাল্য-সুরভিবস্ত্রভূষণৈঃ চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (উচ্ছিষ্টং প্রসাদান্নং ভোক্তুং শীলং যেষাং তে) দাসাঃ বয়ং (কিঙ্করাঃ) হি (নিশ্চয়ার্থে) তব মায়াং (দুরত্যয়াং প্রকৃতিং) জয়েম (জেতুং শক্নুয়াম)।

২৪০। অষ্টাদশ মাতা—দেবকী,রোহিণী প্রভৃতি।

২৪১। ব্রজে জ্যেঠা—(শ্রীরূপপ্রভু শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায়)—"উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ" অর্থাৎ 'উপনন্দ' ও 'অভিনন্দ'—কৃষ্ণের এই দুইজন জ্যেষ্ঠতাত।

খুড়া—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দ-নন্দনৌ" অর্থাৎ 'সন্নন্দ ও 'নন্দন' বা 'সুনন্দ' ও 'পাণ্ডব'—ইহারা কৃষ্ণের খুল্লতাত।

মামা—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"যশোধর-যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ" অর্থাৎ 'যশোধর', 'যশোদেব' এবং 'সুদেব' প্রভৃতি কৃষ্ণের মাতুল।

পিসা—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ" অর্থাৎ 'মহানীল' ও 'সুনীল'—কৃষ্ণের এই দুই জন পিতৃস্বসৃপতি, তাঁহারা 'সানন্দা' ও 'নন্দিনী'-নাম্নী পিসীদ্বয়ের পতি।

সখাবৃন্দ—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় পরিশিষ্টে)—"বিশাল-বৃষভৌ জস্বী-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ। মন্দারঃ কুসুমাপীড়-মণিবন্ধকরাস্তথা।। মন্দরশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দ-কুলিকাদয়ঃ। 'কনিষ্ঠকল্পাঃ' সেবায়াং সখায়ো বিপুলাগ্রহাঃ।।" "শ্রীদামা দামা সুদামা বসুদাম তথৈব চ। কিঙ্কিণী-ভদ্রসেনাংশু-স্তোককৃষ্ণাঃ বিলাসিনঃ। পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্ক-প্রিয়ঙ্করাঃ। এতে 'প্রিয়-সখাঃ' শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণসমা মতাঃ।।" "সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বল-কোকিলাঃ। স-নন্দন-বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ।।"

তৎপরিমাণ-তুলনায় ভট্টার্পিত অন্ন—সামান্য ঃ—

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥ ২৪২ ॥

ভট্টের দৈন্য ঃ—

তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি—ক্ষুদ্র জীব ছার ।
এক-গ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার ॥" ২৪৩ ॥

ভট্টবাক্য-শ্রবণে প্রভুর প্রসাদ-সেবন ঃ—

এত শুনি' হাসি' প্রভু বসিলা ভোজনে ।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥ ২৪৪ ॥

ভট্ট-জামাতা—ষাঠীপতি প্রভুনিন্দক 'অমোঘ' ঃ—

হেনকালে 'অমোঘ',—ভট্টাচার্য্যের জামাতা ।
কুলীন, নিন্দক তেঁহো ষাঠী-কন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪৫ ॥

যষ্ঠি-হস্তে ভট্ট-দর্শনে অমোঘের ভয় ঃ—

ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে ।
লাঠী-হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৬ ॥

ভট্টের অন্যমনস্কতায় প্রভুর পাত্রে বহু অন্ন-দর্শনে প্রভুকে নিন্দন ঃ—

তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন-মন ।
অমোঘ আসি' অন্ন দেখি' করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৭ ॥
"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ!!" ২৪৮ ॥

ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া চাহিতেই অমোঘের পলায়ন ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য তবে উলটি' চাহিল ।
তাঁর অবধান দেখি' অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৯ ॥

যষ্ঠি-হস্তে ভট্টের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ।
পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥ ২৫০ ॥

প্রভুনিন্দক অমোঘকে ভট্টের তীব্র ভর্ৎসনা ও শাপ ঃ—

তবে গালি, শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ।
নিন্দা শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ২৫১ ॥

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে ভট্টপত্নীর ক্ষোভ ঃ—

শুনি' ষাঠীর মাতা শিরে-বুকে ঘাত মারে ।
'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে ॥ ২৫২ ॥

প্রভুর উভয়কে সান্ত্বনা-দানান্তে প্রসাদ-সেবন ঃ—

দুঁহার দুঃখ দেখি' প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥ ২৫৩ ॥

প্রভুর আচমন ঃ—

আচমন করাঞা ভট্ট দিল মুখবাস ।
তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ, এলাচি রসবাস ॥ ২৫৪ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥ ২৫৫ ॥

অমোঘ-কৃত নিন্দাজন্য ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে ।
এই অপরাধ, প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৬ ॥

অদোষদর্শী প্রভু ঃ—

প্রভু কহে,—"নিন্দা নহে, 'সহজ' কহিল ।
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল??" ২৫৭ ॥

প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভট্টের অনুব্রজ্যা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৮ ॥

ভট্টের বহু দৈন্য ও শরণাগতি ঃ—

প্রভু-পদে বহু আত্মনিবেদন কৈল ।
তাঁরে শান্ত করি' প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৯ ॥

গৃহে পত্নীসহ ভট্টের গভীর খেদোক্তি ঃ—

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে ।
আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে ॥ ২৬০ ॥

চৈতন্য-নিন্দকের বধই তৎকৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঃ—

"চৈতন্য-গোসাঞির নিন্দা শুনি' যাহা হৈতে ।
তারে বধ কৈলে, হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৩। মাধুকরী—মধুকর-বৃত্তিদ্বারা লব্ধ গ্রাস।

২৪৯। অবধান—মনোযোগ।

২৫৪। এলাচি রসাবাস—রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচ।

অনুভাষ্য

২৪২। তার লেখায়—তাহার তুলনায় বা অনুপাতে।

২৬১। বৈষ্ণব-নিন্দার ফল—(হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে)—"যো হি ভাগবতং লোক-

অনুভাষ্য

মুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ।। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।। হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুদ্ধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে 'পতনানি ষট্'।।" (ঐঃ হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ-ধৃত দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে)—"করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপাঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।।" *

** হে নৃপবর! যিনি বৈষ্ণবকে উপহাস করেন, তাহার অর্থ, ধর্ম্ম, যশঃ, সন্তান প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। যে সমস্ত মূঢ়গণ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করে, তাহারা পিতৃপুরুষগণসহ মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবকে প্রহার, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রণামাদি-দ্বারা অভিনন্দন না করা,*

তদসমর্থপক্ষে প্রাণ-ত্যাগ ; কিন্তু স্বয়ং ও জামাতা, উভয়েই 'শৌক্র ব্রাহ্মণ' বলিয়া হত্যার অযোগ্য ঃ—

কিম্বা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন ।
দুই যোগ্য নহে, দুই—শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৬২ ॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দক-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, তাহাদের মুখদর্শনও অবিধেয় ঃ—

পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব ।
পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব ॥ ২৬৩ ॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্বেষী পতি—পত্নীর নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য ঃ—

ষাঠীরে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হইল 'পতিত'।
'পতিত' হইলে ভর্ত্তা, ত্যজিতে উচিত ॥" ২৬৪ ॥

স্মৃতিবচন—

"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥" ২৬৫ ॥

অমোঘের বিসূচিকা-রোগ ঃ—

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল ।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥ ২৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬২-২৬৩। অমোঘ—ব্রাহ্মণ, তাহাকে বধ করা যাইতে পারে না ; নিজেও ব্রাহ্মণ, আত্মহত্যাও অনুচিত, দুই কার্য্যই অযোগ্য। সুতরাং সেই নিন্দুকের মুখ না দেখাই কর্ত্তব্য।

২৬৫। পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে। (ভাঃ ৭।১১।২৮) "সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়-সত্যবাক্। অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ।।"

অনুভাষ্য

বিষ্ণুনিন্দা-ফল,—(ভক্তিসন্দর্ভে ৩১৩ সংখ্যায় ধৃত ভাঃ ৭।১।১৬, ২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। "যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্। শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্।। তে পর্য্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।। শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্। তদীয়দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্। তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ।।" শ্রীজীবপ্রভু 'ভক্তিসন্দর্ভে'—নামাপরাধান্তর্গত 'সাধুনিন্দা'-ফল-বর্ণনপ্রসঙ্গে ২৬৫ সংখ্যায় ধৃত (ভাঃ ১০।৭৪।৪৪)—"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।' ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব ; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা ; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা—(ভাঃ ৪।৪।১৭) 'কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।।" ইতি। *

২৬২। ভাঃ ১।৭।৫৩ শ্লোক—"ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ"—ইহার শ্রীধরটীকায় ধৃত স্মৃতিবচনে ব্রহ্মবন্ধু বধ-সমর্থন-ব্যবস্থা—"আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।।" আবার (ভাঃ ১।৭।৫৭)—"বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ।।"✤—শ্লোকে ব্রহ্মবন্ধুর দৈহিক বধ নিষিদ্ধ।

২৬৪। (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণভজন করেন না, অথচ কৃষ্ণবিমুখতা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে

বৈষ্ণবপ্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এই ছয়টী পতনের কারণ। যে-সমস্ত পাপাত্মা মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা যমশাসনবশতঃ সুতীব্র করপত্রতুল্য অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত হয়।

* *যাহারা শ্রীহৃষীকেশ এবং তাঁহার পবিত্র ভক্তগণকে নিন্দা করে, তাহাদের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা যেকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত ভয়ানক মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে কীটসমূহদ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবমাননা অপেক্ষা শ্রীবৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ। সুতরাং বিষ্ণুভক্তগণের অপবাদকারী পুরুষাধমদিগকে দর্শন করিবে না এবং সেই প্রতারকদিগের সহিত একত্রে বাস করিবে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধুনিন্দা-ফল বর্ণন-প্রসঙ্গে—"শ্রীভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি সেই স্থান পরিত্যাগ না করেন, তিনিও সুকৃতি-চ্যুত হইয়া অধোগতি লাভ করেন।"—এস্থলে যে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার বিধান, তাহা কেবল অসমর্থ-পক্ষে। সমর্থ-পক্ষে কিন্তু উক্ত নিন্দকের জিহ্বা ছেদনীয়া, তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ-পরিত্যাগও কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যথা শ্রীশিবানী বলিয়াছেন,—'কোন দুর্দ্দান্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষকে নিন্দা করিলে যদি উক্ত নিন্দকের বিনাশে অথবা নিজপ্রাণ-পরিত্যাগে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। আর সমর্থ হইলে সেই দুর্জ্জনের কটুভাষিণী জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিবে—ইহাই ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়া থাকে।'*

✤ *'ব্রাহ্মণ অধম হইলেও হনন করা উচিত নয়, আততায়ী বধের যোগ্য' (ভাঃ ১।৭।৫৩)। ইহার শ্রীধরপাদ-কৃত টীকায়,—'হনন-ইচ্ছায় আগমনকারী বেদান্তপারগ আততায়ীকে হনন করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যা হয় না।' মস্তকমুণ্ডন, ধন-প্রতিগ্রহণ এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন—এইপ্রকারেই ব্রাহ্মণাধমদিগের বধ হইয়া থাকে ; তাহাদিগের জন্য মস্তক-ছেদনাদি অন্য দৈহিক বধ-বিধান নাই।*

চৈতন্য-বিদ্বেষীর মৃত্যু-সম্ভাবনা-শ্রবণে ভট্টের হর্ষ ঃ—

অমোঘ মরেন—শুনি' কহে ভট্টাচার্য্য ।
"সহায় হইল দৈব, কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৬৭ ॥

ঈশ্বরাপরাধ-ফল তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট ঃ—

ঈশ্বরে ত' অপরাধ ফলে ততক্ষণে ।
এত বলি' পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥ ২৬৮ ॥

মহাভারতে বনপর্ব্বে (২৪১।১৫)—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৬৯ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফল ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥" ২৭০ ॥

গোপীনাথ-সমীপে প্রভুর ভট্ট-সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু-দরশনে ।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥ ২৭১ ॥

গোপীনাথ-মুখে সপত্নীক ভট্টের প্রভুনিন্দা-শ্রবণহেতু উপবাস ও অমোঘের মুমূর্ষা-শ্রবণ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"উপবাস কৈল দুইজন ।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবন ॥ ২৭২ ॥

প্রভুর ব্যস্তভাবে গমন ও অমোঘকে সুদপদেশ ঃ—

শুনি' কৃপাময় প্রভু আইলা ধাঞা ।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ ২৭৩ ॥

প্রভুর 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা নির্দেশ ঃ—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় ।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥ ২৭৪ ॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা ।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥ ২৭৫ ॥

'জাড্য'রূপ অপরাধ বিমুক্ত হইলেই শুদ্ধনামোদয় ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার 'কলুষ' হৈল ক্ষয় ।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয় ॥ ২৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৯। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।

২৭০। আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ—এ সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

পত্নীকে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি পতিত, সুতরাং পতি নহেন। বহির্দৃষ্টিতে,—কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা পত্নীরূপী কোন ভক্ত যদি নিষ্কপটভাবে শুদ্ধকৃষ্ণভজনার্থে দ্বিজপত্নীদিগের ন্যায় কৃষ্ণের অভক্ত বা বিরোধী 'পতি'-অভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে অবস্থান করেন, তবে তৎকর্ত্তৃক কোন বিধিই লঙ্ঘিত হয় না ; এ-বিষয়ে স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি (ভাঃ ১০।২৩।৩১-৩২)—"কৃষ্ণেচ্ছায় পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র এবং লোকেও তাঁহাদিগকে অসূয়া করিতে পারিবে না ; কৃষ্ণের অনুজ্ঞায় দেবগণও তাঁহার আচরণ সর্ব্বথা অনুমোদন করিবেন; বস্তুতঃ এই জড়জগতে অঙ্গে-অঙ্গে পরস্পর সঙ্গ হইলেই যে প্রীতি বা স্নেহবৃদ্ধি হয়, তাহা নহে ; কৃষ্ণে শুদ্ধভাবে সতত মনঃসংযোগ করিলেই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।"

২৬৫। ভাঃ ৭।১১।২৮ শ্লোকের শ্রীধরটীকা-ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য—"আ শুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতক-দূষিতঃ।"

২৬৯। কর্ণ-চালিত দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ঘোষ-যাত্রায় আসিয়া স্বকর্ম্মফলে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকর্ত্তৃক সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলে দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ বনবাসী যুধিষ্ঠিরের নিকট শরণাপন্ন হইয়া গন্ধর্ব্ব-কবল হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করায়, দুর্য্যোধনাদির পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছু ভীমসেনের উক্তি,—

মহতা (অতিশয়েন) প্রযত্নেন (প্রয়াসেন) হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ (গজরাজিরথৈঃ পত্তিভিঃ পদাতিভিঃ ; 'সন্নহ্য গজরাজিভিঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ) যৎ (দুর্য্যোধনাদি-কৌরব-পরাজয়কার্য্যম্) অনুষ্ঠেয়ং (সম্পাদনীয়ম্ অদ্য) গন্ধর্ব্বৈঃ (চিত্রসেনচালিতৈঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ) তৎ অনুষ্ঠিতং (সম্পাদিতং—কৌরবাদয়ঃ শত্রবঃ পরাজিতা ইত্যর্থঃ)।

২৭০। ভোজরাজ কংস ভগ্নী দেবকীর কন্যারূপিণী যোগমায়ার বিনাশে অসমর্থ হইয়া তাঁহার মুখে স্বীয় পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণুর আবির্ভাব-সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক অসুর-স্বভাব বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণানন্তর বিষ্ণুভক্ত-সাধু-ঋষিগণকে হিংসা করিবার জন্য দানবগণকে আজ্ঞা প্রদান করায় শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট তাদৃশ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফল-বর্ণন,—

মহদতিক্রমঃ (মহতাং বিষ্ণুবৈষ্ণবানাম্ অতিক্রমঃ কায়িক-মানসিক-বাচনিকানাদরঃ, অতঃ বৈষ্ণবাপরাধঃ) পুংসঃ (নরস্য) আয়ুঃ, শ্রিয়ং, যশঃ, ধর্ম্মং, লোকান্ (ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্) আশিষঃ (নিজবাঞ্ছিতানি এব) চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি (সাধ্যসাধনানি কল্যাণানি) হন্তি (বিনাশয়তি)। অন্ত্য, ৩য় পঃ ১৪৬ ও ১৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমোঘকে কৃষ্ণনাম-গ্রহণে আজ্ঞা ঃ—

উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম ।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥" ২৭৭ ॥

অমোঘের তৎক্ষণাৎ ইহ-রোগ ও ভবরোগ-মুক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা ।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭৮ ॥

অমোঘের প্রভুপদে ক্ষমা প্রার্থনা ঃ—

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ ।
প্রভু হাসে দেখি' তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৭৯ ॥
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে বিনয় ।
"অপরাধ ক্ষম মোরে, প্রভু, দয়াময় ॥ ২৮০ ॥

স্ব-কৃত অপরাধ-স্মরণে নিজগণ্ডে চপেটাঘাত ঃ—

এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে ।"
এত বলি' আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৮১ ॥

গণ্ডদেশ-স্ফীতিদর্শনে গোপীনাথের বারণ ঃ—

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল ।
হাতে ধরি' গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৮২ ॥

প্রভুর তাহাকে সান্ত্বনা ও ভট্ট-সম্বন্ধে স্নেহাশীর্ব্বাদ ঃ—

প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র ।
"সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৮৩ ॥

শুদ্ধভক্ত ভট্ট-পরিবারে প্রভুর প্রীতি ঃ—

সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর ।
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ২৮৪ ॥

অমোঘকে কৃষ্ণনাম লইতে আদেশ ঃ—

অপরাধ নাহি তব, লও কৃষ্ণনাম ।"
এত বলি' প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥ ২৮৫ ॥

ভট্টসমীপে আসিয়া প্রভুর উপবেশন ঃ—

প্রভু দেখি' সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে ।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮৬ ॥

শিশুতুল্য অমোঘের অপরাধ-হেতু ক্রোধ বা উপবাসের অকর্ত্তব্যতা ঃ—

প্রভু কহে,—"অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ ।
কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥ ২৮৭ ॥

ভোজন করিতে ভট্টকে অনুরোধ ঃ—

উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ ।
শীঘ্র আসি' ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৮৮ ॥

ভট্টের প্রসাদ-সম্মান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা-প্রতিজ্ঞা ঃ—

তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া ।
যাবৎ না পাইবা তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥" ২৮৯ ॥

অমোঘের প্রতি ভট্টের ক্রোধপ্রকাশ ঃ—

প্রভু-পদ ধরি' ভট্ট কহিতে লাগিলা ।
"মরিত' অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥" ২৯০ ॥

শিশু-জ্ঞানে অমোঘকে ক্ষমা করিতে উপদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"অমোঘ শিশু, তোমার বালক ।
বালক-দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক ॥ ২৯১ ॥

অমোঘের অপরাধ-মোচনান্তে বৈষ্ণবত্ব-হেতু ভট্টকে প্রসন্ন হইতে অনুরোধ ঃ—

এবে 'বৈষ্ণব' হৈল, তার গেল 'অপরাধ' ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥" ২৯২ ॥

ভট্টের ক্রোধত্যাগ ঃ—

ভট্ট কহে,—"চল, প্রভু, ঈশ্বর-দরশনে ।
স্নান করি' হেথা মুঞি আসিলাঙ এখনে ॥" ২৯৩ ॥

অনুভাষ্য

২৭৪-২৭৭। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বা 'বিষ্ণু'—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের এই আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব তত্ত্বই 'ভগবান্' এবং 'অসম্যগাবির্ভাব' তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। কেবল-ব্রাহ্মণের মুখে 'নামাভাস' উদিত হয়। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানযোগযুক্ত ব্রাহ্মণই 'অভিধেয়'-বৃত্তিযুক্ত বা সেবাসূত্রে আবদ্ধ হইলে অর্থাৎ ভজন করিলে 'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন। তখনই অবিদ্যা-জনিত 'কল্মষ' বা 'অপরাধ' দূর হইয়া তাঁহার মুখে শুদ্ধনাম উদিত হন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্ত-বাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা কখনই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্দ্দেশক নহে। বিবর্ত্তবাদী আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই 'ব্রাহ্মণতা' আবদ্ধ বলিয়া স্থির করেন, পরন্তু জীবের স্বরূপে 'ব্রহ্মজ্ঞ'-ধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়া-বাদ ছাড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণই 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা 'বৈষ্ণব' হন। সুতরাং বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব যে নিত্য অনুস্যূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। গরুড়-পুরাণে—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্ত-বিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।।" অতএব বৃত্তব্রাহ্মণতার অভাবে ভক্তিপথে কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান বর্ত্তমান থাকায় উহাতে দ্বৈতবুদ্ধিক্রমে নিত্যারাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের বিরোধী খণ্ড স্বার্থসিদ্ধি অথবা নিজ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছাজনিত মাৎসর্য্য, ঈর্ষা বা দ্বন্দ্বভাব থাকিতে পারে না ; যে-স্থলে তাহা বর্ত্তমান,

ভট্টের প্রসাদসেবা-দর্শনার্থ গোপীনাথকে অপেক্ষা-জন্য আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা ।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥" ২৯৪ ॥

ভট্টের প্রসাদ-সেবন ঃ—

এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে ।
ভট্ট স্নান-স্মরণ করি' করিলা ভোজনে ॥ ২৯৫ ॥

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত মহাশান্ত-প্রকৃতি অমোঘ ঃ—

সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত' ।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৬ ॥

প্রভুর এইরূপ লীলা ঃ—

ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন ।
যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥ ২৯৭ ॥

ভট্টগৃহে প্রভুর ভোজন ও ভট্টের প্রভুপ্রীতি ঃ—

ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস ।
তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ ॥ ২৯৮ ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত ।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ॥ ২৯৯ ॥

ভট্টপত্নীর প্রভুপ্রীতি, ভক্তসম্বন্ধে অপরাধ-ক্ষমা ঃ—

যাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥ ৩০০ ॥

ভট্টগৃহে ভোজনলীলা-শ্রবণে চৈতন্য-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ পায় সে চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩০২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

সে-স্থলে অচ্যুতাত্মতার অভাবে নিশ্চয়ই (ভাঃ ১১।৫।৩)—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ভ্রংশ বা অধঃপাত ঘটে।

২৯৪। ইঁহো—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৯৬। শাখা-নির্ণয়ামৃতে—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্।।"

৩০০। অমোঘ প্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। অপরাধফলে তাঁহার প্রাণান্তক বিসূচিকা-ব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর অমোঘ অপরাধ-প্রশমনের সুযোগ পান নাই। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী প্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে, প্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ডবিধানের পরিবর্ত্তে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তিসম্বন্ধ। লৌকিকদৃষ্টিতে অমোঘ সার্ব্বভৌমের সহিত পাল্য জামাতৃ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে তৎপালক ভট্টকেই গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়। এইজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেকপ্রকার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে, গৌড়ীয়-ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীসকল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। সে-বৎসরও গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রক্ষালনাদি-কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, ভক্তগণ দেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিতানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া 'ওড়নষষ্ঠী' দর্শন করিলেন। ভক্তগণ বিদায় লইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়া দশমী-দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপরুদ্র-রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেকপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলা-নদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ (মরদরাজ?) ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু